OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 246 - 255*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 246 - 255*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# জাতি, আত্মা এবং সংবেদনশীলতা হিসাবে প্রকৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবনানন্দ দাস এর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশগত সচেতনতার একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

**ড. বিরাজলক্ষী ঘোষ**
অধ্যক্ষ, জর্জ কলেজ, ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন, কলকাতা
Email ID: principal.gcde@gmail.com
ও
**সুস্মিতা পাল**
সহকারী অধ্যাপিকা, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা
Email ID: susmitapal09@gmail.com

***Received Date*** *30. 03. 2026*
***Selection Date*** *07. 04. 2026*

***Keyword***
*Bengali literature, Rabindranath Tagore, Bibhutibhushan Bandyopadhyay, Jibanananda Das, environmental awareness, nature writing, ecological sensibility, postcolonial ecocriticism, Aranyak, Pather Panchali, Banalata Sen.*

***Abstract***
*Bengali literature occupies a singular position in the global literary cartography of ecological sensibility. Long before the formalisation of ecocriticism as an academic discipline in the Western academy during the 1990s, Bengali writers were composing texts saturated with what can only be described as environmental consciousness - an awareness of the non-human world that went beyond pastoral decoration to interrogate the philosophical, spiritual, and ethical relationships between human beings and the living earth. This paper undertakes a critical analysis of environmental awareness as it manifests across three foundational figures of modern Bengali literature: Rabindranath Tagore (1861-1941), Bibhutibhushan Bandyopadhyay (1894–1950), and Jibanananda Das (1899-1954). Through close reading of selected texts - Tagore's nature poetry and his philosophy of Jeevan-devata, Bibhutibhushan's epic prose evocations of the Bengal countryside in Pather Panchali and Aranyak, and Jibanananda's radical dissolution of human selfhood into natural imagery - the paper argues that each writer constructed a distinct yet related ecological vision. Tagore articulated a spiritual ecology grounded in cosmic unity; Bibhutibhushan produced a phenomenological ecology of intimate local landscapes; Jibanananda Das advanced a proto-modernist, melancholic ecology in which the natural world becomes simultaneously refuge and reproach to a disenchanted modernity. Together, these three writers constitute a coherent tradition of environmental literary thought within Bengali modernity, one whose significance extends well beyond*

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 246 - 255*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

*its regional linguistic context and anticipates concerns that have become urgent for global environmental humanities in the twenty-first century.*

## Discussion

**ভূমিকা :** সাহিত্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক ভাষার মতোই প্রাচীন, তবুও সেই সম্পর্কের নিয়মতান্ত্রিক সমালোচনামূলক অধ্যয়ন - যা এখন ইকোক্রিটিকাল হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে - কেবল বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একটি স্বতন্ত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ শৃঙ্খলা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। চেরিল গ্লটফেল্টির পরিবেশসমালোচনার মৌলিক সংজ্ঞা হিসাবে 'সাহিত্য এবং শারীরিক পরিবেশের মধ্যে সম্পর্কের অধ্যয়ন' (গ্লটফেল্টি এবং ফ্রম XVIII) একটি নতুন বিশ্লেষণাত্মক স্থান খুলে দেয়, তবে এটি আমাদের নতুন করে ভাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, অনেক ঐতিহ্যে, শৃঙ্খলার চেয়ে অনেক পুরানো ছিল। বাংলা সাহিত্য এই ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় উদাহরণ - এর ক্যানোনিকাল ব্যক্তিত্বগুলি প্রকৃতি সম্পর্কে একটি পরবর্তী চিন্তাভাবনা বা সংস্কৃত কাব্য থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি প্রথা হিসাবে ব্যক্ত করেননি; বরং তারা প্রকৃতিকে দার্শনিক অনুসন্ধান, আধ্যাত্মিক সাক্ষাতের প্রাথমিক স্থান হিসাবে ব্যক্ত করেছিলেন এবং ক্রমবর্ধমানভাবে আধুনিকতার ব্যয় সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যে প্রথম অ-ইউরোপীয় নোবেল বিজয়ী (1913), এই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাগত এবং দার্শনিক প্রকল্প তৈরি করেছিলেন যে মানব জীবন কেবল সজীব বিশ্বের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমেই বিকশিত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যার উপন্যাস পথের পাঁচালী (1929) সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র অভিযোজনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত হয়েছিল, তাঁর কথাসাহিত্যে বাংলা ভাষায় কিছু প্রাণবন্ত এবং আবেগগতভাবে অনুরণিত সাহিত্য নির্মাণ করেছিলেন, বিশেষত অরণ্যক (1938), একটি উপন্যাস যা স্পষ্টতই ঔপনিবেশিক কৃষির দ্বারা অরণ্য ধ্বংসের সাথে সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি গীতিকার কবি হিসেবে স্বীকৃত জীবনানন্দ দাস তাঁর কবিতাকে বাংলার পরিবেশ থেকে আঁকা চিত্রকল্প দিয়ে পরিপূর্ণ করেছিলেন - এর নদী, পাখি, ঘাস, কুয়াশা এবং চাঁদের আলো এবং এর মাধ্যমে একটি বিষয়নিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল যার জন্য প্রাকৃতিক জগত থেকে বিচ্ছিন্নতা মানসিক মৃত্যুর একটি রূপ হিসাবে অনুভব করা হয়।

এই ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি সত্ত্বেও, বাংলা সাহিত্যের উপর টেকসই উন্নয়নের পরিবেশগত পাণ্ডিত্য বিষয়ে সঠিক আলোচনা মেলেনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতি দর্শনের অধ্যয়নগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গবেষণায় উঠে এসেছে, এবং পরিবেশ ধ্বংস, যন্ত্র সভ্যতার কুফল, ধারণযোগ্য উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়গুলি ও পরিবেশ রক্ষার দিক গুলিও ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণের অরণ্যক 2002 সালে ইংরেজি অনুবাদের পর থেকে তাঁর সাহিত্যগুলিও পরিবেশগত আলোচনায় ক্রমবর্ধমান মনোযোগ পেয়েছে। জীবনানন্দ দাস এর লেখাতেও পরিবেশকে আমরা বিশেষ কিছু দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাই। বর্তমান গবেষণাপত্রটি একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণের চেষ্টা করে যা তিনজন লেখককে একটি ইকোক্রিটিকাল লেন্সের মাধ্যমে পাঠ করে, প্রতিটি লেখকের পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সংযুক্ত ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিত উভয়রই সন্ধান করে।

গবেষনা পত্রতির প্রথম ভাবে ভূমিকা, দ্বিতীয় বিভাগে নির্দিষ্ট গবেষণার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিভাগে প্রাসঙ্গিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্যগুলি আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ বিভাগে পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হয়েছে। বিভাগ পাঁচ পালাক্রমে তিনজন লেখকের প্রত্যেকের একটি বিশদ সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ সরবরাহ করে, তারপরে একটি তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হয়। বিভাগ ষষ্ঠ উপসংহার দিয়েছে।

**অধ্যয়নের উদ্দেশ্য :** গবেষণাটি নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি অনুসরণ করে -

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 246 - 255*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

(i) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ এবং জীবনানন্দ দাসের নির্বাচিত রচনায় উপস্থিত পরিবেশগত সচেতনতার রূপগুলি চিহ্নিত করা এবং বিশ্লেষণ করা।

(ii) তাঁদের রচনা গুলির বিশ্লেষণে স্থান, জৈবআঞ্চলিকতা, পরিবেশগত দ্বন্দ্ব এবং মানবতার চেয়ে বেশি জগতের ধারণা সহ পরিবেশ সমালোচনার ধারণাগত বিষয়গুলি তুলে ধরা।

(iii) বাঙালি বৈষ্ণব ধর্ম, উপনিষদ চিন্তাধারা, ঔপনিবেশিক আধুনিকতা এবং ইউরোপীয় রোমান্টিসিজমের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা সহ প্রতিটি লেখকের পরিবেশগত সংবেদনশীলতার দার্শনিক ও সাহিত্যিক উৎসগুলি সন্ধান করা।

(iv) বাংলা সাহিত্যিক পরিবেশবাদ পাশ্চাত্য পরিবেশসমালোচনার উদ্বেগ থেকে কতটুকু প্রত্যাশা করে বা বিচ্যুত হয় এবং সেই বিচ্যুতি অ-পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কী নির্দেশ দেয় তা মূল্যায়ন করা।

(v) জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় এবং পরিবেশগত সংকটের প্রেক্ষাপটে এই তিন লেখকের পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করা।

**সম্পর্কিত সাহিত্যের পর্যালোচনা :** ইকোক্রিটিসির মৌলিক পাঠ্য - গ্লটফেল্টি এবং ফ্রমের দ্য ইকোক্রিটিসি রিডার (1996), লরেন্স বুয়েলের দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইমাজিনেশন (1995), এবং টিমোথি মর্টনের ইকোলজি উইদাউট নেচার (2007) - এই গবেষণার জন্য তাত্ত্বিক অবকাঠামো সরবরাহ করে। 'পরিবেশগত গ্রন্থগুলির' জন্য বুয়েলের মানদণ্ড (বুয়েল 7-8), অ-মানব প্রকৃতি কেবল ফ্রেমিং ডিভাইস হিসাবে নয়, তার নিজস্ব অধিকারে একটি বিষয় হিসাবে উপস্থিত কিনা তা সহ পরীক্ষাধীন বাংলা সাহিত্যের উপকরণগুলিতে প্রয়োগ করা হলে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়।

ঠাকুরের অধ্যয়নের মধ্যে, তাঁর পরিবেশগত দর্শনের সাথে সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় ফকরুল আলম এবং রাধা চক্রবর্তীর সম্পাদিত খণ্ড দ্য এসেনশিয়াল টেগোর (2011), যা তার বৃহত্তর মানবতাবাদের মধ্যে তার প্রকৃতির লেখাকে প্রাসঙ্গিক করে। উমা দাসগুপ্তের জীবনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : একটি জীবনী (2004) মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার উপর ভিত্তি করে শান্তিনিকেতন শিক্ষাগত মডেলের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিকাশের জন্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সরবরাহ করে। শরণীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্শনিক প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের কসমোপলিটানিজমের ধারণা' (2008) তাঁর প্রকৃতি পর্যায়ের কবিতার অন্তর্নিহিত মহাজাগতিক ঐক্যকে তুলে ধরে। যাইহোক, এই রচনাগুলির কোনওটিই তার পাঠ্যগুলিতে পদ্ধতিগতভাবে পরিবেশ সমালোচনার দিকটি সামনে আনে না, এবং এটি একটি ত্রুটিগত দিক যা স্বপন চক্রবর্তী এবং অভিজিৎ গুপ্তের সম্পাদিত ভলিউম প্রিন্ট এরিয়াজ (2004) তুলে ধরে (চক্রবর্তী এবং গুপ্ত 112)।

বিভূতিভূষণের পরিবেশগত তাৎপর্য সবচেয়ে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে রিমলি ভট্টাচার্যের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় অরণ্যক: অফ দ্য ফরেস্ট (2002), যেখানে তিনি উপন্যাসটিকে 'সেই ক্ষতিমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে লেখা পরিবেশগত ক্ষতির নথি' হিসাবে বর্ণনা করেছেন (ভট্টাচার্য চতুর্দশ)। সুকান্ত চৌধুরীর বিভূতিভূষণের উপর প্রবন্ধটি দ্য ভিনটেজ বুক অফ মডার্ন ইন্ডিয়ান লিটারেচার (2004) বাংলা আঞ্চলিক কথাসাহিত্যের ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁর লেখাকে স্থাপন করে এবং সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণের অস্বাভাবিক তীব্রতা তুলে ধরে। প্যাট্রিক, হোগানের গবেষণা উপনিবেশবাদ এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় (2000) ঔপনিবেশিক কৃষি এবং বিভূতিভূষণের অরণ্যকের মধ্যে সম্পর্ককে সংক্ষিপ্তভাবে সম্বোধন করে, উপন্যাসের অরণ্য ভূমিকে পরিবেশের ঔপনিবেশিক রূপান্তরের প্রতিরোধের স্থান হিসাবে দেখায় (হোগান 203)।

ক্লিনটন বি সিলির অনুবাদ আ পোয়েট অ্যাপার্ট (1990) এবং মরণোত্তর সংকলন নেকেড লোনলি হ্যান্ড (2003) এর পরে ইংরেজিতে জীবনানন্দ দাসের ক্ষেত্র যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে। সিলির সমালোচনামূলক জীবনী দাসের জীবন এবং কাব্যতত্ত্বের সবচেয়ে বিস্তৃত ইংরেজি ভাষার বিবরণ হিসাবে রয়ে গেছে এবং তার প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের ব্যবহারের প্রতি গভীর আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যদিও সিলি এটিকে প্রাথমিকভাবে পরিবেশগত ঘটনার চেয়ে নান্দনিক হিসাবে গ্রহণ করেছেন (সিলি 88-112)। শুভ্রানশু মৈত্রের বাংলা ভাষা অধ্যয়ন জীবনানন্দ : প্রকৃতি ও মানুষ (জীবনানন্দ :

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 246 - 255*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

প্রকৃতি ও মানব) (1998) কবির সবচেয়ে টেকসই পরিবেশগত পাঠ, এটি যুক্তি দেয় যে দাসের বাংলার ল্যান্ডস্কেপগুলি অভ্যন্তরীণতার একটি সুসংহত বিকল্প পরিবেশ গঠন করে যা প্রাকৃতিক বিশ্বের উপর ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী উভয় দখলদারি প্রতিহত করে।

রব নিক্সনের ধীর সহিংসতা এবং দরিদ্রদের পরিবেশবাদ (2011) এবং উপমন্যু পাবলো মুখোপাধ্যায়ের পোস্টকলোনিয়াল এনভায়রনমেন্টস (2010) এর মতো রচনায় বিকশিত ঔপনিবেশিক পরবর্তী ইকোক্রিটিসি আমেরিকান এবং ব্রিটিশ প্রকৃতি লেখার প্রভাবশালী ঐতিহ্য থেকে কীভাবে আলাদা তা বোঝার জন্য একটি সমালোচনামূলক কাঠামো সরবরাহ করে। মুখার্জির যুক্তি যে দক্ষিণ এশীয় পরিবেশগত সাহিত্য 'একটি দ্বৈত দৃষ্টিকোণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যা প্রাকৃতিক পরিবেশকে একই সাথে ঔপনিবেশিক উচ্ছেদের স্থান হিসাবে এবং ঔপনিবেশিক বিরোধী সংশ্লিষ্টতার উৎস হিসাবে দেখে' (মুখোপাধ্যায় 14) এখানে আলোচনাধীন তিন লেখকের জন্য এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বিদ্যমান বিষয়গুলির মধ্যে একটি ধারাবাহিক ব্যবধান হ'ল একটি টেকসই তুলনামূলক অধ্যয়নের অনুপস্থিতি যা রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ এবং জীবনানন্দকে পরিবেশবাদী লেখক হিসাবে একে অপরের সাথে সরাসরি আলোচনায় রাখে। এখানে প্রত্যেকটি আলোচনাকে তার নিজস্ব সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অধ্যয়ন করা হয়েছে, তবে তারা সম্মিলিতভাবে যে পরিবেশগত ঐতিহ্য গঠন করে তা সেভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। বর্তমান গবেষণাপত্রটি এই ব্যবধানকে কিছুটা হলেও অতিক্রম করে।

**পদ্ধতি :** এই গবেষণাটি একটি গুণগত সাহিত্যিক-সমালোচনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করে যা তার প্রাথমিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি হিসাবে ঘনিষ্ঠ পাঠকে আঁকে। ঘনিষ্ঠ পড়া - সাহিত্য পাঠ্যের ভাষাগত গঠন, চিত্রকল্প, কাঠামো এবং অলঙ্কারিক কৌশলগুলির টেকসই, মনোযোগী পরীক্ষা - সাহিত্য বিশ্লেষণের অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবে রয়ে গেছে এবং পরিবেশগত সংবেদনশীলতা পরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়, যেখানে লেখকরা অমানবিক প্রকৃতি উপস্থাপনের সুনির্দিষ্ট শব্দভাণ্ডার উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যামূলক ওজন বহন করে।

বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচিত প্রাথমিক পাঠ্যগুলি একটি একক আলোচনার আওতার মধ্যে পরিচালনাযোগ্য থাকার সময় প্রাকৃতিক বিশ্বের সাথে প্রতিটি লেখকের সম্পৃক্ততার সম্পূর্ণ পরিসর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। ঠাকুরের জন্য, নির্বাচনের মধ্যে গীতাঞ্জলি (1910), বালাকা (1916), এবং প্রবন্ধ সংকলন জীবনস্মৃতি (আমার স্মৃতিচারণ) (1912) এর কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পাশাপাশি আছে তাঁর বক্তৃতা 'বনের ধর্ম' (1919)। বিভূতিভূষণের জন্য, প্রাথমিক গ্রন্থগুলি হ'ল পথের পাঁচালী (1929) এবং অরণ্যক (1938), ইছামতি (1950) এর সমর্থনকারী রেফারেন্স সহ। জীবনানন্দ দাসের জন্য, নির্বাচনটি ঝারা পলক (1927), বনলতা সেন (1942), এবং মহা পৃথ্বী (1944) সংগ্রহ থেকে নেওয়া হয়েছে, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে 'বনলতা সেন', 'শ্যামলি', 'রূপসী বাংলা' এবং 'ক্যাম রাতার ডার্কনেস'।

তাত্ত্বিক কাঠামোটি ইকোক্রিটিকাল থকলম দিয়ে আঁকা হয়েছে, বিশেষত মুখোপাধ্যায় এবং নিক্সন দ্বারা বিকশিত এর উত্তর-ঔপনিবেশিক রূপ। অতিরিক্ত তাত্ত্বিক সংস্থানগুলির মধ্যে রয়েছে এডওয়ার্ড কেসি (স্থানে ফিরে আসা, 1993) এবং ডেভিড আব্রাম (দ্য স্পেল অফ দ্য সেনসুয়াস, 1996) এর কাজের সাথে সম্পর্কিত স্থান এবং ল্যান্ডস্কেপের ফেনোমেনোলজিকাল পদ্ধতি, উভয়ই এই লেখকদের প্রকৃতির লেখার শারীরিক, সংবেদনশীল মাত্রাকে আলোকিত করে। যেখানে পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক কৌশল অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়, গবেষণাপত্রটি উপনিষদীয় ধারণা (মহাজাগতিক ঐক্য), প্রকৃতির বৈষ্ণব ধারণা (প্রকৃতিকে ঐশ্বরিক নারীত্ব হিসাবে) এবং বাংলা সাহিত্যিক ধারণা দেশপ্রেম (তার ল্যান্ডস্কেপের প্রতি ভালবাসা) সহ আদিবাসী বাঙালি ধারণার উপর ছবি এঁকেছে।

সমস্ত বাংলা গ্রন্থ যেখানে সম্ভব মূল আখ্যায় দেয়া হয়েছে, ইংরেজিতে অনুবাদগুলি প্রতিষ্ঠিত অনুবাদ থেকে নেওয়া হয় বা বিশ্লেষণাত্মক উদ্দেশ্যে লেখক দ্বারা রচিত হয়েছে। যেখানে গবেষনাটি অনুবাদিত অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করে, সেখানে ব্যবহৃত অনুবাদটি উদ্ধৃত করা হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 246 - 255*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আধ্যাত্মিক বাস্তুশাস্ত্র এবং জীবনের মহাজাগতিক জাল :** প্রাকৃতিক জগতের সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পৃক্ততা তাঁর ধর্মীয় ও দার্শনিক বিশ্বদর্শন থেকে অবিচ্ছেদ্য, যা উপনিষদ বেদান্ত, বাংলা বাউল আধ্যাত্মিকতা এবং একটি বিশ্বজনীন মানবতাবাদকে আংশিকভাবে ইউরোপীয় রোমান্টিসিজমের সংস্পর্শে পরিণত করেছিল। এই বিশ্বদর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই বিশ্বাস যে মহাবিশ্ব একটি একক জীবন-শক্তি দ্বারা প্রাণবন্ত - যাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্নভাবে জীবন-দেবতা (জীবনের দেবতা), আনন্দ (আনন্দ) বা কেবল অসীম বলে অভিহিত করেন এবং মানুষ যখন বিশ্বের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে থাকে তখন এই শক্তিতে সর্বাধিক সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করে। এটি কোনও সরল বা সংবেদনশীল প্রকৃতির রহস্যবাদ নয়, এটি একটি দার্শনিকভাবে উন্নত অবস্থান যার সুস্পষ্ট নৈতিক প্রভাব রয়েছে।

'যেখানে চিত্ত ভয়হীন' (গীতাঞ্জলি 35) কবিতায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাধীনতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি যতটা রাজনৈতিক, তেমনি পরিবেশগত - এমন একটি বিশ্ব যেখানে জ্ঞান 'একটি মুক্ত-প্রবাহিত স্রোত' এবং যুক্তির 'সংকীর্ণ ঘরোয়া প্রাচীর দ্বারা টুকরো টুকরো হয়ে যায়নি'। এখানে ঘরোয়া/ প্রাকৃতিক বিরোধিতা তাৎপর্যপূর্ণ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সংকোচনকে প্রতিহত করেছেন তাকে আবদ্ধ ঘর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং তিনি যে স্বাধীনতা চান তা নদী এবং আলোর উন্মুক্ত, প্রবাহিত গুণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রবাহের মধ্যেই প্রকৃত জীবন ও পূর্ণতা।

'দ্য রিলিজিয়ন অফ দ্য ফরেস্ট' (1919) এ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় সভ্যতার পরিবেশগত ভিত্তিটি স্পষ্ট করে তুলেছেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে বন-অরণ্য - ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির উৎপত্তিস্থল, যেখানে উপনিষদ রচিত হয়েছিল এবং যেখানে ঋষিরা শিখেছিলেন মহান সত্য 'যে মানুষ একটি বিচ্ছিন্ন বস্তু নয় যার নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি মহাবিশ্বের একটি অংশ' (ঠাকুর, 'অরণ্যের ধর্ম' 44) এবং তারই বীণায় সুর প্রাপ্ত।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষামূলক প্রকল্প ছিল এই বাস্তুসংস্থান দর্শনের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি। 1901 সালে তিনি যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা গাছের নীচে খোলা বাতাসে ক্লাস করেছিল, যা স্বতপ্রণোদিত ভাবে শ্রেণিকক্ষ এবং জীবন্ত ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে সীমানাকে দ্রবীভূত করেছিল। এটি কেবল একটি শিক্ষাগত বিনির্মাণ ছিল না; এটি মানব উন্নয়ন এবং মানবের ঊর্ধ্বে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক সম্পর্কে একটি বিবৃতি ছিল। তাঁর স্মৃতিকথা জীবনস্মৃতিতে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাকৃতিক জগতের সাথে তাঁর শৈশবের সাক্ষাতের কথা এমন তীব্রতার সাথে স্মরণ করেছেন যা পরবর্তী প্রকৃতি লেখকদের ঘটনাগত বর্ণনার প্রত্যাশা করে : জলের উপর সকালের আলো, বন্ধ জানালার আড়াল থেকে শোনা পাখির শব্দ, বৃষ্টির পরে বাংলার গ্রামাঞ্চলের গন্ধ - এই সংবেদনশীল অভিজ্ঞতাগুলি চেতনার বিকাশে গঠনমূলক ঘটনা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (ঠাকুর, জীবনস্মৃতি 67–71)।

ঠাকুরের সংকলন বালাকা (বন্য রাজহাঁস, 1916) কবিতায় তাঁর পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ প্রকাশের প্রতিনিধিত্ব করে। শিরোনামের কবিতাটি পরিযায়ী পাখির চিত্রের মাধ্যমে মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে চিত্রিত করে - রাজহাঁস আকাশ অতিক্রম করে যা স্বাধীনতা এবং সম্মিলিত সংহতি উভয়কেই নির্দেশ করে। এগুলি কোনও প্রাকৃতিক ছত্রে তুলে ধরা মানব আবেগের প্রতীক নয়; তারা তাদের নিজস্ব অধিকারে নিয়ে স্বতন্ত্র জীবনের মুখ যাদের জীবনযাত্রা সমস্ত মানব জীবনের প্রকৃতিকে আলোকিত করে। অ-মানবকে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত করার এই অঙ্গীকার হ'ল এমন একটি চিহ্ন যা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির লেখাকে অন্যান্য পরিবেশ গত আলোচনা থেকে আলাদা করে এবং এটিকে ইকোক্রিটিকরা 'নৃতাত্ত্বিক' মানগত ব্যবস্থার পরিবর্তে 'জৈবকেন্দ্রিক' বলে অভিহিত করে (বুয়েল 134)।

তবে এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশগত আলোচনা সমসাময়িক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। পরিবেশ ও প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার প্রতি তাঁর আলোচনা কখনও কখনও গ্রামীণ বাংলার সামাজিক সম্পর্ককে দূরে সরিয়ে দেয় যেমন - কৃষকদের দারিদ্র্য, মহিলাদের শ্রম, গ্রামীণ জীবনে নিহিত বর্ণের শ্রেণিবিন্যাস - যা উত্তর-ঔপনিবেশিক সমালোচকরা উল্লেখ করেছেন। সুমিত সরকারের যুক্তি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতি রহস্যবাদ রাজনৈতিক ও পরিবেশ বাদ একটি বিশ্বজনীন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যা অনেকাংশেই তৎকালীন চিন্তাভাবনায় স্থান6পায় নি(সরকার 290)।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 246 - 255*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

তবুও মানব ও প্রাকৃতিক জীবনের পারস্পরিক নির্ভরতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোচনা পরিবেশগত চিন্তাভাবনার একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্যাশা হিসাবে রয়ে গেছে যা তাঁর মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে জরুরি হয়ে উঠেছে।

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ফেনোমেনোলজিকাল ইকোলজি এবং বন ক্ষয়ের শোক :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি যদি প্রাথমিকভাবে আধ্যাত্মিক এবং মহাজাগতিক হয়, তবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ফেনোমেনোলজিকাল এবং নিবিড়ভাবে স্থানীয়। যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিশ্বকে আত্মার আধার বলে সম্বোধন করেন, সেখানে বিভূতিভূষণ বিশেষ বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেন - ইছামতি নদীর একটি নির্দিষ্ট অংশে আলোর নির্দিষ্ট গুণমান, বাঁশের একটি নির্দিষ্ট ঝোপের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পাখির সঠিক শব্দ। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির স্কেলের এই পার্থক্য প্রাকৃতিক জগতের সাথে লেখকের সম্পর্কের পার্থক্যও বটে: বিভূতিভূষণের চরিত্রগুলি বাইরে থেকে প্রকৃতির কথা চিন্তা করে না; তারা সেখানে বাস করে, তাদের বিষয়গুলি ওই স্থানের নির্দিষ্ট ল্যান্ডস্কেপ দ্বারা গঠিত এবং তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে সেখানেই তারা প্রোথিত।

পথের পাঁচালী (সং অফ দ্য রোড, 1929) এ, গ্রামীণ বাংলার প্রাকৃতিক জগৎ একটি ধ্রুবক, জীবন্ত উপস্থিতি যা চরিত্রগুলির অভ্যন্তরীণ জীবনকে আকার দেয় - বিশেষত শিশু অপু এবং দুর্গা - মানবিক সম্পর্কের সমান কর্তৃত্বের সাথে উপস্থিত। ফুলের মধ্যে একটি কাশ ফুলে ভরা মাঠের শিশুদের প্রথম দর্শনের বিখ্যাত বিবরণ - বিকেলের আকাশের বিপরীতে বাতাসে চলমান লম্বা ঘাসের সাদা ফুলগুলি - সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণকে নির্ভুলতার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে যার কোনও নিছক আলংকারিক কাজ নয়; বরং এটি সৌন্দর্যের সাথে একটি সত্যিকারের ছবি যা চরিত্র এবং পাঠকের অভিজ্ঞতামূলক জগতকে একই সাথে রূপান্তরিত করে (বন্দ্যোপাধ্যায়, পথের পাঁচালী 112-114)। এটিকে বুয়েল, থোরোকে অনুসরণ করে, 'ত্যাগের নান্দনিকতা' বলে অভিহিত করেছেন - একটি নান্দনিক (মানব বহির্ভূত) উপস্থিতি দ্বারা পরিচালিত এবং পরিবর্তন করার ক্ষমতাযুক্ত (বুয়েল 143)।

অরণ্যক (অফ দ্য ফরেস্ট, 1937-39) বিভূতিভূষণের সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পরিবেশগত কাজ এবং যে কোনও ভাষায় বিংশ শতাব্দীর দুর্দান্ত পরিবেশগত উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি। রচনার সময় অর্থাৎ ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভাগলপুরে থাকাকালীন তিনি 'আরণ্যক' লেখার পরিকল্পনা করেন। ঐ সময় বছর চারেক পাথুরিয়িঘাটা এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার হিসাবে ইসমাইলপুর এবং আজমাবাদের অরণ্য-পরিবেশে থাকার ফলে আজন্ম প্রকৃতির পূজারী বিভূতিভূষণ ব্যাপক পরিভ্রমণ ও নানা বিষয়ে পর্যবক্ষেণ করেন। তার প্রকৃতি প্রেম আরও প্রগাঢ় হয়। এর বর্ণনাকারী সত্যচরণ একজন তরুণ বাঙালি  সাহিত্যিক যিনি বর্তমান ঝাড়খণ্ড এবং বিহারে একটি বিশাল বনভূমি পরিচালনার চাকরি নেন - এমন একটি অঞ্চল যা তিনি জানেন বাংলা থেকে অনেক দূরে, উপজাতি সম্প্রদায় যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে বসবাস করে আসছেন। উপন্যাস চলাকালীন, সত্যচরণ ঔপনিবেশিক কৃষি বিকাশকে দেখেন - একাধারে এস্টেটের মালিক গঙ্গোত্রী দেবী দ্বারা চাষের জন্য অরণ্য বিনাশ করা - অন্যদিকে অসাধারণ সৌন্দর্য এবং পারস্পরিক সম্পর্কিত একটি ল্যান্ডস্কেপ ধ্বংস করা এবং উপজাতি সম্প্রদায়গুলিকে উচ্ছেদ যাদের পুরো জীবনযাত্রা এর উপর নির্ভর করে এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ব্যক্ত।

উপন্যাসের পরিবেশগত তাৎপর্য একাধিক স্তরে কাজ করে। সবচেয়ে তাৎক্ষণিক স্তরে, এটি পরিবেশ ধ্বংসের একটি ডকুমেন্টারি রেকর্ড - নির্দিষ্ট গাছ কাটা, নির্দিষ্ট পুল নিষ্কাশন, নির্দিষ্ট প্রাণীর অন্তর্ধান - একটি সাক্ষীর বিবরণের নির্দিষ্টতার উপস্থাপিত হয়েছে। গভীর স্তরে, এটি একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেলে কী হারিয়ে যায় তার উপর একটে আলোচনা তুলে ধরে।কেবল গাছ এবং প্রাণী নিজেরাই নয়, বরং সম্পর্কের পুরো জালটি ছিঁড়ে যায় - মানুষ, প্রাণী, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক - যা ওই বাস্তুতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছিল তার বিনাশ ঘটে। সত্যচরণ যখন উপন্যাসের শেষের দিকে প্রতিফলিত করেন যে অরণ্য জানে না জানে না যে এটি মারা যাচ্ছে, তবে আমি জানি, এবং এই জনাটি অসহনীয়'

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 246 - 255*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

(বন্দ্যোপাধ্যায়, অরণ্যক 218, অনুবাদ ভট্টাচার্য), তখন তিনি পরিবেশগত শোকের একটি রূপকে প্রকাশ করেন যে নিকটআত্মীয়বিয়োগের মতোই - যাকে গ্লেন অ্যালব্রেখট 'সোলাস্টালজিয়া' বলে অভিহিত করেছেন, কারও গৃহ পরিবেশে পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্দশা - যা ব্যক্তিগতভাবে অনুভূত এবং ঐতিহাসিকভাবে উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

উপন্যাসের পরিবেশ সচেতনতা এই সম্প্রদায়গুলিকে করুণা বা রোমান্টিক করার জন্য আদিম রূপ হিসাবে উপস্থাপন করা হয় না, বরং পরিশীলিত পরিবেশগত জ্ঞান হিসাবে উপস্থাপন করা হয় যাদের অরণ্যের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি জ্ঞানের একটি বিশেষ রূপ গঠন করে যা কোনও শিক্ষিত বর্ণনাকারীর নেই এবং অরণ্যের সাথ যুক্ত নয় এমন কেউ ব্যক্ত করতে পারেন না। এই অবস্থানটি উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিবেশগত যুক্তির পূর্বাভাস দেয় যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিবেশগত জ্ঞান এমন একটি সম্পদ যা আধুনিকতা ধ্বংস করে (নিক্সন 4)। মুখোপাধ্যায় অরণ্যককে একটি উপন্যাস হিসাবে দেখান যেখানে 'একটি বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংস একই সাথে একটি সংস্কৃতির ধ্বংস এবং সংগঠিত পরিবেশগত সহিংসতার একটি রূপ হিসাবে ঔপনিবেশিক বিকাশের উন্মোচন' (মুখোপাধ্যায় 89)।

**জীবনানন্দ দাস : বিষণ্ণ বাস্তুশাস্ত্র এবং প্রকৃতিতে নিজেকে বিলীন করা :** বাঙালি সাহিত্য চেতনার বাস্তুশাস্ত্রে জীবনানন্দ দাস একটি স্বতন্ত্র অবস্থান দখল করে আছেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব চেতনা থেকে মহাজাগতিক ঐক্যের দিকে অগ্রসর হন এবং বিভূতিভূষণ অবিরাম ঘটনাতাত্ত্বিক মনোযোগের মাধ্যমে অমানবিক জগতকে উপস্থাপন করেন, সেখানে দাস মানুষের অভ্যন্তরীণতা এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে তিনি তাঁর সীমানাকে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত করে যে, তাঁর সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যযুক্ত কবিতাগুলিতে, বাস্তুতন্ত্র কোথায় শেষ হয় এবং মনস্তত্ত্ব শুরু হয় তা বলা অসম্ভব। এই বিলুপ্তি স্বতন্ত্রতার অতিক্রম হিসাবে নয় বরং পরিবেশগত বিষণ্ণ আকাঙ্ক্ষার একটি রূপ হিসাবে অনুভব করা হয় - একটি প্রাকৃতিক জগতে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যা আধুনিকতা দুর্গম করে তুলেছে এবং এই অগম্যতা চিরস্থায়ী বলে স্বীকৃতি দিতে চাইছে।

জীবনানন্দ দাস তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের বেশিরভাগ সময় কলকাতায় কাটিয়েছিলেন, স্বল্প মজুরির কলেজ শিক্ষকতার পদে নিয়োজিত ছিলেন, দারিদ্র্য, পেশাগত হতাশা এবং বৈবাহিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর কবিতা বাংলার গ্রামাঞ্চলে পরিপূর্ণ রূপ – ধানক্ষেত, ধানশিরি ও রূপসা নদী, কুয়াশা, পাখি – কিন্তু এই প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্তমান বাস্তবতা হিসেবে নয়, বরং স্মৃতি, আকাঙ্ক্ষার রূপ হিসেবে অনুভব করা হয়। দাসের কবিতার বাংলা একই সাথে বাস্তব ও কাল্পনিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক, বাংলার প্রকৃতির বাস্তব রূপ এবং আকাঙ্ক্ষা ও শোকের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য হিসেবে উঠে আসে। এই দ্বৈততা প্রকৃতি সম্পর্কিত রচিনাগুলিকে তার অস্বাভাবিক সংবেদনশীল শক্তি এবং এর পরিবেশগত তাৎপর্য দেয়।

জীবনানন্দ দাসের সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা 'বনলতা সেন' (1942) কবিতার বক্তা, শতাব্দীর ভ্রমণ এবং অনুসন্ধানে ক্লান্ত, নাটোরের বনলতা সেনের চোখে বিশ্রাম খুঁজে পান - তবে তিনি যে বাকিগুলি দিয়েছেন তা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক জগত থেকে আঁকা শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে : তার চুল 'বিদিশা রাতের অন্ধকারের মতো', তার মুখ 'শ্রাবস্তীর কারুশিল্পের মতো'। কবিতার শেষে, 'যখন সব পাখিরা যখন ঘরে ফেরে এবং সন্ধ্যা নামলে সমস্ত জীবনের লেনদেন যেন স্তব্ধ হয়ে যায় ঠিক তখন বক্তা এবং বনলতা সেন একই নীরবতায় মিলিত হন যা একই সাথে মানবিক ঘনিষ্ঠতা এবং প্রাকৃতিক স্থিরতা নিয়ে আসে (দাস, 'বনলতা সেন', অনুবাদ সিলি 67)। মানবিক সম্পর্ক গুলিকে কেবল প্রাকৃতিক বিশ্বের ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করতেন; বক্তা যে শান্তি চান তার জন্য অন্য কোনও যথেষ্ট নয় প্রকৃতির কোলেই সম্ভব।

তাঁর সংকলন রূপসী বাংলা, 1930 এর দশকে রচিত কিন্তু 1957 সালে মরণোত্তর সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, এটি তার পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে উন্নততর প্রকাশ। কবিতাগুলি বাংলার বাস্তুরীতি ও পরিবেশের জন্য একধরণের বর্ধিত প্রেমের কবিতা গঠন করে -এর নদী, আলো, পাখি, ঋতু – সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণের যথার্থতার সাথে উপস্থাপিত যা কেবল নান্দনিক আনন্দই প্রকাশ করে না বরং এডওয়ার্ড আব্রাম যাকে মানবের চেয়ে বেশি বিশ্বের সাথে 'পারস্পরিকতা' বলে

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 246 - 255*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

অভিহিত করেছেন তার কাছাকাছি বিষয়কে প্রকাশ করে (আব্রাম 22)। 'শ্যামলি' কবিতাটি বাংলার দৃশ্যপটের একটি ধারাবাহিকতাকে বর্ণনা করে - সন্ধ্যায় একটি ধানের ক্ষেত, কচুরী পানা দিয়ে আচ্ছাদিত একটি পুকুর, ঘাসের মধ্য দিয়ে একটি গ্রামের রাস্তা - একটি সংবেদনশীল ও নিপুণ দৃশপটকে বর্ণনা করে, যা পাঠককে কেবল ধারণাগতভাবে কল্পনা করার পরিবর্তে তার শরীরে ও মনে এই পরিবেশগুলির নির্দিষ্ট গুণ অনুভব করার সুযোগ দেয় (দাস, 'শ্যামলি', অনুবাদ সিলি 104)।

জীবনানন্দ দাসের পরিবেশগত চেতনা আধুনিকতার সমালোচনা থেকে অবিচ্ছেদ্য। তাঁর কবিতার কলকাতার মতো শহরাঞ্চল হল কোলাহল, বাণিজ্য এবং আধ্যাত্মিক বন্ধ্যাত্বের জায়গা, যা বক্তা যে প্রাকৃতিক বাংলার দৃশ্যপট রেখে গেছেন এবং আছে সেখানে ফিরে না আসতে পারার বেদনা। এটি একটি সাধারণ শহুরে বিরোধী রোমান্টিসিজম নয়; আধুনিকতা যে ধরণের মোহভঙ্গ, পণ্য-চালিত অস্তিত্বকে উৎসাহ দেয় এবং যা সত্যিকারের মানব সম্পর্কের ক্ষমতা এবং অমানবিক বিশ্বের সাথে সম্পর্কের ক্ষমতা উভয়ই ধ্বংস করে তার আরও সুনির্দিষ্ট ও গভীরতর সমালোচনা। এই অর্থে, জীবনানন্দ দাসের পরিবেশগত বিষণ্ণতাও একটি সামাজিক সমালোচনা - একটি যুক্তি, যেখানে প্রতি চিত্রগুলিতে তৈরি করা হয়েছে, যখন মানুষ বিশ্বের সজীব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন তারা ধরনের আত্মিক সম্পর্ক হারায় (মৈত্র 78)।

**তুলনামূলক মূল্যায়ন : তিনটি বাস্তুশাস্ত্র, একটি ঐতিহ্য :** উপরে পরীক্ষিত তিনটি পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি তাদের দার্শনিক ভিত্তি, সাহিত্যিক রূপ এবং সংবেদনশীল দিক থেকে স্বতন্ত্র, তবুও তুলনামূলকভাবে দেখা হলে তারা একটি সুসংহত ঐতিহ্য গঠন করে। তিনজন লেখকই মানুষকে অ-মানবিক জগতে গঠনমূলকভাবে নিহিত হিসাবে বোঝেন - এমন একটি সত্তা হিসাবে যার অভ্যন্তরীণতা, আধ্যাত্মিক (রবীন্দ্রনাথ), ফেনোমেনোলজিকাল (বিভূতিভূষণ) বা মানসিক (জীবনানন্দ) যাই হোক না কেন, জীবন্ত বাস্তুতন্ত্রের সাথে তার সম্পর্কের মধ্যে এবং এর মাধ্যমে গঠিত হয়। এই তিনজনের কেউই কেবলমাত্র দর্শনীয় হিসাবে প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন নান্দনিক মূল্যায়নের অবস্থান থেকে আলোচনা করেন না; তিনজনই মানুষ এবং তার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক বিশ্বের মধ্যে সম্পর্ককে পারস্পরিক গঠনের সম্পর্ক হিসাবে বোঝেন, যেখানে প্রকৃতির ধ্বংসর সঙ্গে সর্বদা মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনার ধ্বংসও হয়।

তিনজন সাহিত্যিকের একটি অভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে যা তিনজন লেখককে সংযুক্ত করে, এগুলি হল - যেখানে বাংলায় ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অভিজ্ঞতা, যা তার সাথে ঐতিহ্যবাহী পরিবেশগত সম্পর্কের ধ্বংস নিয়ে এসেছিল - অরণ্যছেদন করা, কৃষির রূপান্তর, শহরে অভিবাসন, সাংস্কৃতিক সম্পদ, ইউরোপীয় রোমান্টিসিজম এবং পরিবেশগত চিন্তাধারায় প্রবেশাধিকার সহ সমস্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা পরিবেশগত চেতনার নতুন রূপকে অনুধাবন করতে সক্ষম করেছিল। তিনজন লেখকই প্রাকৃতিক জগতকে একটি ঐশ্বরিক জীবন-শক্তি দ্বারা বিস্তৃত উপনিষদিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে আঁকেন, এমনকি তারা আধুনিক সাহিত্য এবং দার্শনিক ভাবধারার সংস্পর্শের মাধ্যমে সেই ঐতিহ্যকে রূপান্তরিত করে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাটি এমন একটি পরিবেশগত সাহিত্য ঐতিহ্যকে উপহার দেয় যা সত্যিকারের উচ্চমান সম্পন্ন- যেখানে একদিকে দক্ষিণ এশীয় চিন্তাধারায় শিকড় রয়েছে তবে তা কিন্তু আধুনিকতার প্রতি যুক্তিপূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল এবং এটি পশ্চিমা পরিবেশগত সাহিত্যের বিধিসম্মত পাঠ্যগুলির অধীনস্থ নয়।

**উপসংহার :** এই গবেষণাপত্রে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবনানন্দ দাস বাংলা আধুনিকতার মধ্যে পরিবেশগত সাহিত্য চিন্তার একটি সুসংহত ঐতিহ্য গঠন করেছেন। এটি এমন একটি ঐতিহ্য যা দার্শনিক গভীরতা, সংবেদনশীল মনোযোগ, এবং মানুষ এবং তার পারিপার্শ্বিক জীবজগতের মধ্যে বন্ধন ছিন্ন করার প্রক্রিয়াকে, মানবিক ক্ষতির সমালোচনা দ্বারা চিহ্নিত করতে চেয়েছে। রবি ঠাকুরের আধ্যাত্মিক বাস্তুশাস্ত্র, বিভূতিভূষণের ঘটনাগত (ফেনোমেনোলজিকাল) বাস্তুশাস্ত্র এবং জীবনানন্দ দাসের বিষণ্ণ বাস্তুশাস্ত্র একই ঐতিহাসিক দুর্দশার তিনটি ভিন্ন কিন্তু পরিপূরক প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে : একটি অতি আধুনিকতায় বসবাসের অভিজ্ঞতা যা প্রাকৃতিক বিশ্বকে ধ্বংস করে এবং একই সাথে মানব মনে কী হারিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তীব্র সচেতনতার পরিবেশ তৈরি করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 246 - 255*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

বাংলা সাহিত্যের বাইরেও এই ঐতিহ্যের তাৎপর্য বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি, কৃষিজমির লবণাক্তকরণ এবং আদিবাসী ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর ব্যাপক বাস্তুচ্যুতির মুখোমুখি হওয়াআর সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন অঞ্চলগুলির মধ্যে যখন বঙ্গীয় ব-দ্বীপ রয়েছে, তখন এই তিন সাহিত্যিকের দ্বারা উত্থাপিত পরিবেশগত সংবেদনশীলতা প্রকৃত মূল্যের একটি সাংস্কৃতিক সম্পদ গঠন করে। তাদের লেখা বাস্তুতন্ত্রের প্রতি মনোযোগ, এর ধ্বংসের জন্য ক্ষোভ এবং পরিবেশগত ক্ষতির মানবিক ঝুঁকি সম্পর্কে একটি প্রকৃত বোধগম্যতার শিক্ষা দেয় যা একা কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করতে পারে না। রব নিক্সন যেমন যুক্তি দিয়েছেন, ধীর, ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত সহিংসতাকে দৃশ্যমান এবং আবেগগতভাবে স্পষ্ট করে তুলতে পরিবেশগত মানবিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তাই উপযুক্ত আলোচনা ও পদক্ষেপ ব্যতীত এটি অবিচল থাকতে পারে (নিক্সন 3)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ এবং জীবনানন্দ দাস ঠিক অনেক আগে থেকেই এই কাজেই নিয়োজিত ছিলেন, পরিবেশগত মানবিকতার ধারণাটির ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে।

ভবিষ্যতের গবেষণারক্ষেত্রগুলিতে এখানে গৃহীত বিশ্লেষণকে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত করা উচিত। যেমন আশাপূর্ণা দেবী এবং মহাশ্বেতা দেবীসহ বাঙালি আধুনিক নারী সাহিত্যিকদের আলোচনা - যাদের পরিবেশগত সংবেদনশীলতা সেভাবে অধ্যয়ন করা হয়নি। এই তিনজন সাহিত্যিক বাংলার মৌখিক ও লোকজ ঐতিহ্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন যা পরিবেশগত আলোচনার গভীর সাংস্কৃতিক ভিত্তি সরবরাহ করে এবং অবিভক্ত ভারতের সাহিত্যগত ঐতিহ্যের দিকে নির্দেশ করে, যা বাংলার ব-দ্বীপের নির্দিষ্ট পরিবেশগত অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় পরিবেশগত সচেতনতার নিজস্ব রূপকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই আলোচনা পরিবেশগত মানবিকতার যে তুলনামূলক, বহুভাষিক এবং আন্তঃবিভাগীয় বৃত্তি দাবি করে তা বাংলা সাহিত্যেকে আরও বেশী স্বীকৃত, সমৃদ্ধ এবং আরও সময়োপযোগী পাঠ রূপে ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হবে।

**Bibliography:**

Abram, David. The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-Human World. Pantheon Books, 1996, pp. 19–28

Alam, Fakrul, and Radha Chakravarty, editors. The Essential Tagore. Harvard University Press, 2011, pp. 34–59

Bandyopadhyay, Bibhutibhushan. Aranyak: Of the Forest. Translated by Rimli Bhattacharya, Seagull Books, 2002, pp. 210–225

Bandyopadhyay, Bibhutibhushan. Pather Panchali. 1929. Translated by T. W. Clark and Tarapada Mukherji, Indiana University Press, 1968, pp. 108–120

Bhattacharya, Rimli. Introduction. Aranyak: Of the Forest, by Bibhutibhushan Bandyopadhyay, Seagull Books, 2002, pp. i–xxii

Buell, Lawrence. The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture. Harvard University Press, 1995, pp. 7–8, 134–145

Chakravorty, Swapan, and Abhijit Gupta, editors. Print Areas: Book History in India. Permanent Black, 2004, pp. 108–118

Das, Jibanananda. Naked Lonely Hand: Selected Poems. Translated by Joe Winter, Anvil Press, 2003, pp. 55–72

Das, Jibanananda. A Poet Apart: A Literary Biography. Translated and edited by Clinton B. Seely, University of Delaware Press, 1990, pp. 62–115

Das Gupta, Uma. Rabindranath Tagore: A Biography. Oxford University Press, 2004, pp. 88–104

Glotfelty, Cheryll, and Harold Fromm, editors. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. University of Georgia Press, 1996, pp. xv–xxxvii

Hogan, Patrick Colm. Colonialism and Cultural Identity: Crises of Tradition in the Anglophone Literatures of India, Africa, and the Caribbean. State University of New York Press, 2000, pp. 198–210

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 246 - 255*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

Maitra, Subhransu. Jibanananda: Prakriti O Manush [Jibanananda : Nature and the Human Being]. Ananda Publishers, 1998, pp. 70–85
Morton, Timothy. Ecology Without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics. Harvard University Press, 2007, pp. 14–30
Mukherjee, Upamanyu Pablo. Postcolonial Environments: Nature, Culture and the Contemporary Indian Novel in English. Palgrave Macmillan, 2010, pp. 10–95
Nixon, Rob. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard University Press, 2011, pp. 1–15
Sarkar, Sumit. The Swadeshi Movement in Bengal, 1903–1908, People's Publishing House, 1973, pp. 285–295
Tagore, Rabindranath. Gitanjali (Song Offerings). Macmillan, 1913, pp. 30–40
Tagore, Rabindranath. Jivansmriti [My Reminiscences]. 1912. Translated by Surendranath Tagore, Macmillan, 1917, pp. 63–75
Tagore, Rabindranath. ‘The Religion of the Forest’. Creative Unity. Macmillan, 1922, pp. 39–56